নোট-গাইড নিষিদ্ধ করে শিক্ষা আইনের খসড়া

পাঠ্যপুস্তকের আদলে নোট-গাইড নিষিদ্ধ করে ‘শিক্ষা আইন ২০২০’-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এটি চূড়ান্ত করা হয়। বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে শুরু হয়ে বৈঠক চলে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব, অতিরিক্ত সচিব প্রমুখ।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী বলেন, দীর্ঘ বৈঠকের পর অবশেষে শিক্ষা আইন-২০২০-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। ছোটখাটো বানান সংশোধন ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। শিগগিরই এটি মন্ত্রিপরিষদ সভায় পাঠানো হবে। এরপর ভাষাগত সংশোধনের জন্য আইন মন্ত্রণালয় হয়ে জাতীয় সংসদে উত্থাপন হবে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে এটি কার্যকর করা হবে।

জানা গেছে, শিক্ষা আইনে শিক্ষার্থীদের জন্য সব ধরনের নোট, গাইড নিষিদ্ধের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তবে সরকারের অনুমতি নিয়ে সহায়ক বই প্রকাশ করা যাবে। শিক্ষকরা নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট, কোচিং করাতে পারবেন না। তবে ফ্রিল্যান্সিং কোচিং চালাতে বাধা থাকবে না। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলাকালে কোচিংয়ে যেতে পারবেন না।

প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়ার ১৬ ধারার ১ ও ২ উপ-ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ধরনের নোট বই বা গাইড বই মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রকাশ বা বাজারজাত করা যাবে না। এই বিধান লঙ্ঘন করলে অনূর্ধ্ব তিন বছর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ লাখ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

উপধারা ৩-এ বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নোট বই বা গাইড বই কিনতে বা পাঠে বাধ্য করলে বা উৎসাহ দিলে তা অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পরিচালনা কমিটির সংশ্লিষ্ট

সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এখতিয়ারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

উপধারা ৪-এ বলা হয়েছে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সহায়ক পুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই, প্রকাশ বা বাজারজাত করা যাবে। প্রস্তাবিত আইনের ৩০ ধারার ১ উপ-ধারায় বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট টিউশনের মাধ্যমে পাঠদান করতে পারবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে অভিভাবকদের লিখিত সম্মতিতে স্কুল সময়ের আগে বা পরে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা যাবে।

২০১১ সাল থেকে শিক্ষা আইন নিয়ে কাজ শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আগে একাধিকবার মতামত নেয়ার পর খসড়া তৈরি হয় এবং একবার মন্ত্রিসভায়ও উপস্থাপন করা হয় কিন্তু নানা অসঙ্গতির কারণে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এ বিষয়ে জনতে চাইলে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহ-সভাপতি শ্যামল পাল মঙ্গলবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) জাগো নিউজকে বলেন, নোট-গাইড নিষিদ্ধ করে সরকার একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষা আইনে সহায়ক বই তৈরির কথা বলা হলেও সেখানে অনুমোদনের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রকাশকদের জন্য জটিল হয়ে পড়বে।

তিনি বলেন, এত পরিমাণে বই অনুমোদন নিয়ে ছাপানো একটি জটিল বিষয়। তাই সরকারের পক্ষ থেকে একটি দিক-নির্দেশনা দেবে। যাদের সক্ষমতা থাকবে, তারা সহায়ক বই তৈরি করবে। আমরা আশা করি, শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

আমার ভাইয়েরা আগেই অব্যাহতি পেয়েছিল: সেনাপ্রধান

সাক্ষাতের সময় নিজের ভাইদের সাজা ছিল না, তারা আগেই অব্যাহতি পেয়েছিল বলে দাবি করেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। গতকাল

মঙ্গলবার সকালে আর্মি এভিয়েশনের বেসিক কোর্সের অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে এ কথা বলেন তিনি।

সেনাপ্রধান বলেন, ‘আমার ভাইয়ের সঙ্গে মালয়েশিয়ায় যখন দেখা করেছি-তখন তার নামে কোনো মামলা ছিল না। যে একটা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা ছিল সেটা থেকে অলরেডি অব্যাহতি প্রাপ্ত ছিল। সে অব্যাহতি মার্চ মাসে হয়েছিল। আমি এপ্রিল মাসে গিয়েছিলাম।’

‘এখানে আল-জাজিরা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ অসৎ উদ্দেশে দিয়েছে। কারণ সেদিন আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে না কোনো সাজা ছিল, না তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল। তার আগেই তাদের বিরুদ্ধে যে মামলা ছিল সেটা থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।’

প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের আজিজ আহমেদ বলেন, ‘আমি আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনার বিরুদ্ধে মামলা আছে, সাজা আছে। কিন্তু আপনি যদি গতকাল সে সাজা যদি অব্যাহতি পেয়ে থাকেন, আপনার বিরুদ্ধে যদি আর কোনো মামলা রানিং না থাকে আপনাকে কি ফিউজিটিভ (পলাতক) বলা যাবে আজকে। আপনাকে কি বলা যাবে আপনি সাজাপ্রাপ্ত। কারণ যখন আপনি অব্যাহতি পেয়ে যান কোন একটা চার্জ থেকে, তারপরের দিন থেকে আপনি যে কোনো মুক্ত একটা নাগরিকের মতো।’

‘আমার ভাইদের সম্পর্কে যে অপপ্রচারগুলো এসেছে সেটার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া আছে। এবং খুব শিগগিরই আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সংবাদ সম্মেলন করে সব কিছু জানানো হবে।’

সেনাপ্রধান বলেন, ‘এতোটুকুই আমি আপনাদের বলতে পারি- আমি সেনাপ্রধান হিসেবে সেনা বাহিনীর ভাবমূর্তি, আমার অবস্থান, আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কি করলে সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে, কী করলে সেনাবাহিনীর, আমার যে দায়িত্ববোধ, আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে সেনাপ্রধান বলেন, ‘বিভিন্ন সময় আমার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সময় আমার যে চিত্র ধারণ করা হয়েছে আমি সেনা প্রধান হিসেবে মনে করি আমি যখন অফিসিয়াল ক্যাপাসিটিতে কোথাও থাকবো তখন আমার নিরাপত্তা সেটা অফিসিয়ালি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

আমি যেখানেই হোস্ট কান্ট্রি করে থাকে। সেখানে আমরা অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

কিন্তু যখন আমি কোথাও আমার ব্যক্তিগত সফরে থাকি তখন অফিসিয়াল প্রটোকল ব্যবহার করা আমি সমিচিন মনে করি না। আমি মনে করি সেটা অপচয়।’ সূত্র: বাংলানিউজ

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

সকল প্রকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, ‘আপনারা লক্ষ্য করবেন, বাংলাদেশের মানুষের যখন একটু ভালো সময় আসে, মানুষ একটু ভালো থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, জীবন-মান একটু উন্নত হয় তখনই কিন্তু একটা আঘাত আসার আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই সকলকে একটু সতর্ক থাকা দরকার।’

গতকাল সকালে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই,২০২০-জুন, ২০২৫) দলিলের মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভার প্রারম্ভিক ভাষণে এ কথা বলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

এসময় শেখ হাসিনা যুদ্ধবিধ্বস্থ দেশ পুণর্গঠন করে জাতির পিতা যখন দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই দেশে ১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক অধ্যায় সংঘটিত হয় বলেও উল্লেখ করে আরও বলেন, ‘যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন দেশটা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে সেই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং তার সুফলও মানুষ পেতে শুরু করেছে, মানুষ একটু খুশি এবং স্বস্তিতে, ঠিক সেই সময়ে কিন্তু ১৫ আগষ্টের ঘটনাটা ঘটলো।’ বিডি-প্রতিদিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

দিঘলকান্দি গুচ্ছ গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানার সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো: রবিউল ইসলাম।

গ্রেফতারকৃত রবিউল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার সিএন্ডবি পাড়ার বাসিন্দা। সে বর্তমানে গাংনী উপজেলার দিঘলকান্দি গুচ্ছ গ্রামের শ্বশুর আব্দুস সাত্তারের বাড়িতে বসবাস করে।

গাংনী থানার সহকারী উপ-পুলিশ পরিদর্শক মো: রবিউল ইসলাম বলেন, জে আর মামলায় আদালত কর্তৃক ১ বছরের দণ্ড প্রাপ্ত পলাতক আসামি রবিউল ইসলাম তার শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার ওসি মো: বজলুর রহমান জানান গ্রেফতারকৃত দণ্ড প্রাপ্ত আসামি রবিউল ইসলামকে আজ বুধবার সকালে ওয়ারেন্ট মুলে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ঝিনাইদহে মাদক ব্যবসায়ী রকিসহ দুই জনকে কারাদণ্ড

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোস্তাকিম মনিরের পিএস খ্যাত হামদহ ৩নং পানির ট্যাংকি পাড়ার তুহিনুর রহমানের পুত্র মাদক ব্যবসায়ী ইশতিয়াক রহমান রকিসহ আরো দুজনকে মাদক মামলায় তিনমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮.৩০ মিনিটে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঝিনাইদহের পরিদর্শক মিলন কুমার মুখার্জির নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে রকির নিজ বাড়ি থেকে গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়। জানা যায় রকি ইতোপূর্বেও মাদক মামলায় হাজতবাস করেছে। এছাড়াও রকির নামে ঝিনাইদহের এক সাংবাদিকের উপর হামলার একাধিক মামলা রয়েছে।

এদিকে শহরের ষাটবাড়িয়া হতে শ্রী মহিত দাসের পুত্র দিশান কুমার দাশ ও গান্না বাজার এলাকার শের আলীর পুত্র মোঃ আতিয়ার রহমান নামে দুজনকে গাঁজা রাখার দায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এ অভিযানে আটককৃতদের সাজা প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিন্নাতুল ইসলাম। আটককৃতদের মাদক মামলায় সাজার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিন্নাতুল ইসলাম ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক মিলন কুমার মুখার্জি।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোস্তাকিম মনিরের কাছে তার পিএস খ্যাত রকি’র এরূপ কর্মকাণ্ড বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি অস্বীকার বলেন আমার এমন কোন পিএস নেই। তার সম্পর্কে আমি কিছু জানিনা।

দেশ ও জাতির কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লুৎফুন নাহারের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসকসহ সাংবাদিক নেতৃত্ববৃন্দ।

নতুন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, দেশ ও জাতির কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। তাই দায়িত্ব পালনে আপনাদের (সাংবাদিক) আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

মতবিনিময় সভায় আরও বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি গাজী মাহাবুব রহমান, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সাংবাদিক নুর আলম দুলাল, সাজ্জাদ রানা, তৌহিদী হাসান শিপলু ও হাসান আলী।

এছাড়াও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ওবায়দুর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জুবায়ের হোসেন চৌধুরীসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।

কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির উপর হামলা

কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মানজিয়ার রহমান চঞ্চলের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় চঞ্চলসহ তার আরো এক সহযোগী গুরুতর জখম হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে এ ঘটনা ঘটে। তাদেরকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, দোকান নিয়ে বিরোধের জের ধরে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। শহরের বঙ্গবন্ধু মার্কেটের দোতলায় প্রকৌশলী রহমত আলীর বেশ কয়েকটি দোকান রয়েছে। তার কাছ থেকে কয়েকটি দোকান ক্রয় করেন রফিকুল। দোকান কেনার পর তিনি রহমত আলীর অন্য দোকানের সামনের জায়গা দখল করে মালামাল রেখে আসছেন।

এই বিরোধ মীমাংসার জন্য সন্ধ্যায় সেখানে যান জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মানজিয়ার রহমান চঞ্চল ও যুবলীগ নেতা নরুল ইসলাম সুরুজ।

মীমাংসা নিয়ে আলোচনা চলাকালে হঠাৎ করে রড, লাঠি, হকস্টিকসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে চঞ্চল ও তার সহযোগিদের উপর হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। এতে গুরুতর আহত হন তিনি তার এক সহযোগী। এরপর দোকানে আটকে রাখা হয় তাদের। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় চঞ্চলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান জানান,

বিষয়টি জানার পর ফোর্স পাঠিয়েছিলাম। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

এদিকে চঞ্চলের উপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতাসহ নেতৃবৃন্দ। তারা দ্রুত ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহিৃত করে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

দামুড়হুদার কুনিয়া গ্রামে পরের স্ত্রীর ঘরে ঢুকে সার ব্যবসায়ী গ্যাঁড়াকলে

দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের কুনিয়া গ্রামে পরের স্ত্রীর ঘরে ঢুকে সার ব্যবসায়ী এরশাদ আলি(২৫) গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত রবিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে।

জানা যায়, গত রবিবার রাতে কুনিয়া গ্রামের সার তেল ব্যবসায়ী এরশাদ আলি একই গ্রামের সাইফুলের স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে। এ সময় ঐ নারীর শ্বশুর নিজাম উদ্দিন বিষয়টা বুঝতে পেরে ঘরের দরজা লাগিয়ে দেয়।

পরে স্থানীয়দের উপস্থিতিতে ঘরের দরজা খুলে দিলে সার তেল ব্যবসায়ী দোড় দিয়ে পালিয়ে যায়। তবে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেও তাদের সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

অভিযুক্ত এরশাদ আলি ঐ গ্রামে প্রভাবশালী হওয়ায় তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে সাহস পাই না। ঐ গ্রামের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি বলেন, এই ঘটনাটি কুনিয়া গ্রামে বেশ মুখরোচক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অভিযুক্ত সামসুল হকের ছেলে এরশাদ আলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার বিচার হওয়া দরকার। তার জন্য আমাদের গ্রামের বদনাম হয়ে যাচ্ছে।আমরা এরশাদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবী করছি।

অভিযুক্ত এরশাদ আলি জানান, সাইফুল বিকাশে তার বাড়িতে টাকা পাঠিয়েছিলো আমি তার স্ত্রীর কাছে দিতে যায়। এ সময় সাইফুলের বাবা নিজাম উদ্দিন ঘরের দরজা লাগিয়ে দেয়। আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে ভুট্টা ক্ষেতে বিষ প্রয়োগ

আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে এক কৃষকের ২ বিঘা ভুট্টা ক্ষেত বিষ দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা গ্রামের জিন্নাত আলি এ অভিযোগ করেন।

এ ভুট্টা ক্ষেত বিষ দিয়ে পুরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় জিন্নাত আলি বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা গ্রামের মৃত শুকুর আলি বিশ্বাসের ছেলে জিন্নাত আলীর সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ একই গ্রামের মৃত মোজাহার মন্ডলের ছেলে গোলবারের সাথে জমি নিয়ে পূর্ব শত্রুতা চলে আসছে। এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে ও আলমডাঙ্গা থানায় বিভিন্ন মামলা চলমান রয়েছে।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি সকালে জিন্নাত আলি ভুট্টা ক্ষেতে পানি দিতে যায়। এ সময় পানি দেওয়ার মুহূর্তের রোদ্রের উপস্থিতি পেয়ে গাছ গুলো নুয়ে পড়ে। সে চিন্তিত অবস্থায় কৃষি বিভাগের মাঠ কর্মীকে দিয়ে পরিক্ষা করে।

তিনি জানান, তার ভুট্টা ক্ষেতে ঘাস মারা বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ কারণেই গাছ নুয়ে পড়ছে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে ভুট্টা ক্ষেতে গিয়ে দেখে ভুট্টা গাছ গুলো হলুদ হয়ে মারা যাচ্ছে।

এ ঘটনায় জিন্নাত আলি বলেন, গোলবারের সাথে পূর্ব জমি সংক্রান্ত জের ধরে বিভিন্ন সময় তাকে হুমকি প্রদান করে। ইতোপূর্বে গোলবারসহ আবুল মন্ডলের ছেলে ফিরোজ ও ইমতাদুল তাকে মারপিটও করে। এ কারণেই জিন্নাত আলি তাদের সন্দেহ করে বলে জানায়।